আমার মাঝে তোমাদের জীবন

এডভোকেট প্রহলাদ দেবনাথ

মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাংশ বিশ্ব। সেই বিশ্বের বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠা ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬১০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন এর মধ্যে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯১০ বর্গ কিঃ মিঃ স্থল এবং ১০০৯০ বর্গ কিঃ মিঃ জল এর ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি জনসংখ্যা নিয়ে বিশ্বের ৮ম বৃহত্তম ঘনবসতির দেশ।

পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র সহ প্রায় ৭০০ নদ-নদীর অধিকাংশের উৎপত্তি স্থল হিমালয় থেকে প্রচুর পলিমাটি বয়ে নিয়ে এসে উর্বর দেশে পরিণত করেছে।

সমুদ্রসীমা থেকে মাত্র ১২মিঃ উচু ক্রান্তিয়-অঞ্চলে অবস্থিত বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংস্কৃতিমন্ডিত ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। যাহার রাজনৈতিক সমুদ্র সীমার আয়তন ১২ নটিক্যাল মাইল। অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমার আয়তন ২০০ নটিক্যাল মাইল এবং উপকূলীয় অঞ্চলের দৈর্ঘ্য-৭১০ কিঃমিঃ। যাহার মধ্যে ১৫৫ কিঃ মিঃ জুড়ে বিস্তৃত বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার। সাগরের সুবিশাল নীল জলরাশি শুধু সৌন্দর্য্যের উৎস নয় বরং অফুরন্ত সম্পদ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

"সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড" নামে বঙ্গোপসাগরে রয়েছে বিশেষ একটি অঞ্চল। অসংখ্য বৈচিত্রময় দ্বীপ দ্বারা সমৃদ্ধ এই দেশ। ডেল্টাপ্ল্যান এ ব্লু ইকোনোমীর সম্ভাবনার খাত হয়েছে এই অঞ্চল। আয়তনের প্রায় ৮ ভাগ জুড়ে রয়েছে বনাঞ্চল তন্মধ্যে ১০ ভাগ সংরক্ষিত বনাঞ্চল। চিরসবুজ, আঞ্চলিক চিরসবুজ, আর্দ্র বা পত্রঝরা বন বা শালবন, ম্যানগ্রোভ বন। তাহা ছাড়া উপকূলীয় বন, সমুদ্রসৈকত বন, জলাভূমির বন, গ্রামীন বন এবং মানবসৃষ্ট বন রয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতে এর অংশ মিলিয়ে ১০,০০০ বর্গ কিঃমিঃ সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। তন্মধ্যে ৬০১৭ বর্গ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের ও ভারতের ৪,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ। যা বিশ্বে ঐতিহ্যের স্থান হিসেবে স্বীকৃতি। পৃথিবীর সুদর্শন ও শক্তিমান রয়েল বেঙ্গল টাইগার এর বাস এই সুন্দরবনে। তাহা ছাড়া, সমগ্র দেশ বৈচিত্রময় পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ, গাছ-গাছালি সমৃদ্ধ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ, ভৌগলিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বাসযোগ্য অপরূপ আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

বাংলার পঞ্চকবির অন্যতম কবি ডি.এল রায়- এর **কথা ও সুরে -**

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী
সে যে আমার জন্মভূমি।"

রূপসী বাংলার কবি জীবনান্দ দাশ এর **"বাংলার মুখ" কবিতায়-**

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : ....."

আমরা কি সেই বাংলার মুখ এর নান্দনিক সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে পেরেছি?

গত ২৪/১১/২০২৩ইং বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বাতাসের শহরের তালিকার দিক থেকে ঢাকা ১ম স্থান-প্রতিবেশী লাহোর, কলকাতা ও দিল্লী যথাক্রমে-২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থানে। এর কারণ হিসেবে ইট-ভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মান সাইটের ধুলা।

পলিথিনে সয়লাব হয়ে গেছে সর্বত্র ফলে ড্রেনেজ সিস্টেম বিঘ্নিত হচ্ছে। মশাবাহিত রোগ ও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। মাটির উর্বরতা কমছে, ফসলের উৎপাদন ক্ষমতা হারাচ্ছে। অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার হচ্ছে, খাদ্য-এ প্রক্রিয়াজাতকরণসহ অন্যান্য কারণে কেমিক্যাল মেশানো হচ্ছে যা মানব দেহের জন্য ভয়ংকর। কল-কারখানার এবং অন্যান্য বর্জ্য জমাটের ফলে পানি ও বায়ু ভীষণভাবে দূষিত হচ্ছে। বনজ, প্রাণীজ,সামুদ্রিক এবং মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলছে।

ঢাকাকে যদি বাংলাদেশের হৃদয় বলা যায় তাহলে রমনা পার্ক সহ অন্যান্য পার্কগুলো হলো ফুসফুস।

রমনা পার্কের কথা

বাগ-ই বাদশাহী রমনা থেকে রমনা পার্ক। রমনা ফরাসী শব্দ। লন্ডনের কিউই গার্ডেনের আদলে তৈরি দেশের একমাত্র পরিকল্পিত উদ্যান, ব্রিটেনের গার্ডেন বিশেষজ্ঞ আর.এল ব্রাউড লক আমার নিসর্গ পরিকল্পনা করেছিলেন সহকর্মী ছিলেন কলকাতার ইডেন গার্ডেন এর কর্মী আখিল। ১৯০৮ সাল থেকে প্রায় ২০ বছরের পরিশ্রমে আমাকে গড়ে তোলা হয়েছিল। শতবর্ষী আমি। পাখির কলকাকলি, লেকের ঝির ঝির বাতাস ও শীতল পানি। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও প্রকৃতিপ্রেমী দ্বিজেন শর্মার ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং নগর উদ্যোগের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির দুষ্প্রাপ্য গাছ দিয়ে গাড় সবুজ সৃষ্ট আমি। নগরের যান্ত্রিক জীবনের ব্যস্ততার মাঝে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন, সামাজিকতার বন্ধন সৃষ্টি করেছি আমি। কবি গুরুর রচনায় জাতীয় সঙ্গীত; "কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো, কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে"। আমার বটমূলে শুরু হয় বাঙ্গালীর ১লা বৈশাখ, ১লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা স্বীকৃতি পেয়েছে UNESCO এর বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে। তোমরা পরিবেশ ধ্বংসের মত ১লা বৈশাখের ছায়ানটের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা ও মঙ্গল শোভা যাত্রা বন্ধের হুমকি দিয়ে ঐতিহ্যকে ধ্বংস করছ।

সোহরাওয়াদী উদ্যান (রমনা রেইসকোর্স ময়দান) এর কথা

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ব্রিটিশ কালেক্টর মিঃ ডয়েস ঢাকা নগরীর উন্নয়নকালে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে আমি একটি। ব্রিটিশ আমলে এখানে ঘোড় দৌড় হত যা ছিল মানুষের চিত্ত বিনোদনের একটি স্থান।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ আমার বুকে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান বাঙ্গালীর মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন- **"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"**। যা UNESCO কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত।

২৭শে মার্চ রাতে আমার বুকে পাকিস্তানীরা গণহত্যা সংগঠিত করে এবং রমনা কালী মন্দির ধ্বংস করে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন।

বাঙ্গালীর জাতির সেইসব গৌরব ও অহংকারকে স্বাধীনতা স্তম্ভ, শিখা চিরন্তন, শিশু পার্ক, মুক্তমঞ্চ, কৃত্রিম লেক ও জনতার দেয়াল সৃষ্টি করে আমাকে ধারণ করার সুযোগ দিয়েছে। আমি তোমাদের সকলের জাতীয় আশা-আকাঙ্খা ও প্রতিবাদ এর ভাষা বলার স্থান হিসেবে প্রস্তুত থাকি।

বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে চলতে চলতে ধরে তুলতে আমার একটি আকাঙ্খা-

আমার উত্তর পাশে বারডেম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমে জাতীয় যাদুঘর, পাবলিক লাইব্রেরী, চারুকলা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অপরাজেয় বাংলা, জাতীয় কবি নজরুলের সমাধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ডাঃ শহীদ মিলন স্মৃতি ফলক, সোপার্জিত স্বাধীনতা, রাজু ভাস্কর্য, ছাত্র-শিক্ষক মিলনাতয়ন, এটমিক এনার্জি কমিশন, বাংলা একাডেমী, মেট্রো স্টেশন, দক্ষিণে রমনা কালী মন্দির ও মা

আনন্দময়ী আশ্রম, হাজী শাহবাজের মাজার, তিন নেতার মাজার, ঢাকা গেইট, দোয়েল চত্বর, কার্জন হল, শিক্ষা অধিকার চত্বর, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন (আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল), শিশু একাডেমী- কে কেন্দ্র করে শাহবাগ থেকে শিক্ষা অধিকার চত্বর (হাইকোর্টের মাজার গেইট) পর্যন্ত মেট্রো রেলের পিলারের গায়ে গায়ে ও রাস্তার দুপাশে উল্লেখিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর ইতিহাস তুলে ধরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সড়ক ও কাজী নজরুল ইসলাম সরণীকে নান্দনিকভাবে **বাঙ্গালীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য সরণি** হিসেবে পরিচিত করা হউক ।

১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই আমার বুকে জাতীয়ভাবে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ কর্মসূচীর উদ্বোধনে বঙ্গবন্ধু বলেন- "আমরা গাছ লাগাইয়া সুন্দরবন পয়দা করি নাই, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতি এটাকে করে দিয়েছে বাংলাদেশ কে রক্ষার জন্য, বঙ্গোপসাগরের পাশ দিয়া যে সুন্দরবনটা রয়েছে । এটা হলো বেরিয়ার এটা যদি রক্ষা করা না যায় তাহলে একদিন খুলনা, পটুয়াখালী, কুমিল্লার কিছু অংশ, ঢাকার কিছু অংশ ঘন্ডি এরিয়া সমুদ্রে তলিয়া যাবে এবং হাতিয়া ও স্বন্দীপের মত আইল্যান্ড হয়ে যাবে । একটা সুন্দরবন যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে সমুদ্রে যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করছে সেই ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করার কোন উপায় আর নাই ।" বঙ্গবন্ধুর কারাগারের রোজনামচায় তাহার পশু, পাখি ও প্রকৃতি প্রেমের দৃষ্টান্ত পাই । ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষিমন্ত্রী হিসেবে তাহার কৃষি ও পরিবেশ ভাবনা ছিল সেজন্য তিনি আমাদের সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ-"রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন" । এটাকে মূলনীতি করা হয়েছে তবে মৌলিক অধিকার নয় । বেঁচে থাকার জন্য এটাকে মৌলিক অধিকার করতে হবে ।

আগারগাঁও বাণিজ্য মেলার মাঠে একটি পার্ক হবে জেনে আমি আনন্দিত ।

তোমাদের বেঁচে থাকার জন্যই নির্মল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এটা আমাদের সকলের কথা ।

প্রতিবেশ ও পরিবেশ রক্ষা করে পরিবেশ ভাবনা সৃষ্টি করতে হবে নতুবা বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবের মত যেমনি আমাদের সংস্কৃতি হুমকীর সম্মুখীন তেমনি আমাদের দেশীয় গাছ-গাছালী, ফল, পশু-পাখিও বিলুপ্ত হবে । । কারণ বিদেশী গাছ এ আমাদের পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ ও পাখি বসে না ।

তোমরা ভাগ্যবান যে তোমাদের মিঠা পানির অফুরন্ত ভান্ডার রয়েছে । আগামী দিনের যুদ্ধ হবে মিঠা পানির জন্য ।

পরিবেশ রক্ষা করো কারণ **"আমার মাঝে তোমাদের জীবন"**

অন্যথায় **কবিগুরুর** ভাষায়-

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো" ।
"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর"

হিংসায় ও দখলদারিত্বে উন্মুক্ত পৃথিবীতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সময়ে দুবাইতে অনুষ্ঠিতব্য ২৮তম আর্ন্তজাতিক জলবায়ু সম্মেলন "কনফারেন্স অব পার্টিজ" বা কপ এ আশার সঞ্চার করবে নিশ্চয়ই ।

পরিবেশ সংরক্ষণে নাম- না জানা অসংখ্য প্রকৃতিপ্রেমী এবং পরিবেশ ও ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে আইনবিদদের বিশেষ করে সিনিয়র এডভোকেট এইচ.আর.পি. বি সভাপতি মনজিল মোরসেদ স্যার সহ সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি । যাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা কবি **শুকান্ত ভট্টাচার্য্য** এর **"ছাড়পত্র"** কবিতার চরণ **"এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান; ..... এ বিশ্বকে এ- শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি- নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার"** ।

--------*---------